পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
৫ম সংখ্যা, ভৈমী একাদশী,
৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্টাতা আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তিশ্রীলঅভয়চরণারবিন্দভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারাসেবার
অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে।হরে রাম হরে রাম রামরাম হরে হরে

শ্রবণম্

(তৃতীয় পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে
'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

*****নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণঃ** কেবল শুনলেই হয় না, নিবিষ্ট চিত্তে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। 'নিবিষ্ট' কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, সূত গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃত তাঁর কর্ণকুহরের মাধ্যমে পান করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞান লাভ করার প্রকৃত পন্থা। সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট চিত্তে এই জ্ঞান আহরণ করতে হয় এবং তা হলেই কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞান আহরণ করার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। যার হৃদয় নির্মল নয়, পবিত্র নয়, সে কখনও নিবিষ্ট চিত্তে এই জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। যে মানুষের কার্যকলাপ পবিত্র নয়, তার মন পবিত্র হতে পারে না। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনাদির প্রভাবমুক্ত হয়ে যারা পবিত্র হয়নি, তাদের কার্যকলাপও পবিত্র হতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি নিবিষ্ট চিত্তে উপযুক্ত বক্তার শ্রীমুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে প্রথম থেকেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিটি পৃষ্ঠায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারবেন। *(শ্রী ভা. ১.৩.৪৪ তাৎপর্য)*
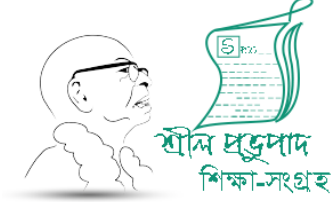
*****সাধু চেনার উপায়ঃ** চোখ দিয়ে দেখে সাধুকে চেনা যায় না, তাঁকে চিনতে হয় তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে। তাই চোখ দিয়ে দর্শন করার জন্য কোন সাধু বা মহাত্মার কাছে যাওয়া উচিত নয়, তাঁর কাছে যাওয়া উচিত তাঁর মুখের কথা শোনার জন্য। কেউ যদি সাধুর উপদেশ শুনতে প্রস্তুত না থাকে, তা হলে কেবল সাধুকে দর্শন করে কোনও লাভ হয় না। শুকদেব গোস্বামী ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনে সক্ষম সাধু। তিনি জনসাধারণের মনোরঞ্জনের কোন রকম প্রয়াস করেননি। তাঁকে চেনা গিয়েছিল যখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তন করতে শুরু করেন। তিনি যাদুকরের ভেল্কিবাজি দেখবার প্রচেষ্টা করেন নি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যেন জড়, মূক এক উন্মাদ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা। *(শ্রী ভা. ১.৪.৬ তাৎপর্য)*

***** কেবলমাত্র শ্রবণের দ্বারা ভগবানের পার্ষদত্ব লাভঃ** পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপই কেবল আকর্ষণীয় নয়। তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপও পরম আকর্ষণীয়। তার কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, মহিমা, লীলা, পার্ষদ, পরিকর ইত্যাদি সবই অপ্রাকৃত। তিনি তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে জড় জগতে অবতরণ করেন এবং একজন মানুষের মতো রূপ পরিগ্রহ করে তিনি তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন, যাতে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চিজ্জগতে ফিরে যেতে পারে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে জড় কার্যকলাপে লিপ্ত বিভিন্ন মানুষের কার্যকলাপ ও ইতিহাস শুনতে ভালবাসে, কিন্তু সে জানে না যে তাঁর ফলে কেবল তার মূল্যবান সময়েরই অপচয় হয় এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে সময়ের অপচয় না করে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার ফলে পারমার্থিক সাফল্য লাভ হয়। পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ হয় এবং পূর্বে যে কথা বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে জড় বিষয়ে আসক্ত মানুষের হৃদয়ে সঞ্চিত সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। এইভাবে সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে শ্রোতা ধীরে ধীরে জড় জগতের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হন এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকর্ষণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা তা বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার ফলে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা যায়। নারদ মুনি অবিনশ্বর জীবন, অনন্ত জ্ঞান এবং পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনি জড় ও চিন্ময় জগতের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। যথাযথ সূত্র থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঠিক যেমন শ্রীনারদ মুনি তাঁর পূর্বজন্মে শুদ্ধ ভক্তদের (ভক্তিবেদান্তদের) কাছ থেকে তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভক্তসঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করার পন্থা কলহের যুগ এই কলিযুগে বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *(শ্রী ভা. ১.৫.২৬ তাৎপর্য)*

*****স্থুল ও সূক্ষ্ম শরীরকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করার পন্থাঃ** জড় জীবনের অজ্ঞানতাকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আলোক থাকলে সেখানে আর অন্ধকার থাকতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত সঙ্গ, কেন না ভগবান এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলা অভিন্ন। ... যেহেতু স্থুল এবং সূক্ষ্ম উভয় শরীরই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে প্রকাশিত, তাই জ্ঞানের আলোক সেই উভয় শরীরকেই ভগবানে সেবায় নিযুক্ত করে। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা স্থুল শরীরকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হবে (যেমন ভগবানের জন্য জল আনা, মন্দির পরিস্কার করা অথবা প্রণতি নিবেদন করা) অর্চন পদ্ধতির দ্বারা অথবা মন্দিরে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ, স্মরণ, তাঁর নাম উচ্চারণ ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয়। এই ধরনের সমস্ত কার্যকলাপগুলি প্রপঞ্চাতীত। এ ছাড়া অন্য কোনভাবে স্থুল এবং সূক্ষ্ম শরীরকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করা যায় না। পারমার্থিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে এই উপলব্ধি তখনই সম্ভব হয়, যখন বহু বছর ধরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার শিক্ষালাভ করে ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ লাভ হয়, যা নারদ মুনির ক্ষেত্রে হয়েছিল - ভগবানের কথা শ্রবণ করার ফলে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। *(শ্রী ভা. ১.৫.২৭ তাৎপর্য)*

(...পরবর্তী পর্ব আগামী সংখ্যায়)

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন ।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদগীতা ২.৭-১১ -নিউ ইয়র্ক, ২রা মার্চ, ১৯৬৬

(গত সংখ্যার পর) ...

অবশ্যই, পূর্বে, ইন্ডিয়া বলতে ভারতকেই বোঝাত। বর্তমান ইন্ডিয়া নামটি বিদেশীদের দেয়া। এই গ্রহের প্রকৃত নাম ভারতবর্ষ, এই গ্রহ। এখন, ক্রমান্বয়ে, একে ভাগ করা হয়েছে। একে ভাগ করা হয়েছে, ঠিক যেমন আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে যে ভারতের কিছু অংশ ভাগ করে এখন পাকিস্তান নাম দেওয়া হয়েছে। তোমরা সবই জানো। অনুরূপভাবে, এই সম্পূর্ণ গ্রহটি পাঁচ হাজার পূর্বে ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ছিলো। ভারতবর্ষ। এবং তার পূর্বে, হাজার এবং লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে এই গ্রহ ইলাবৃতবর্ষ নামে পরিচিত ছিলো। ইলাবৃতবর্ষ। আর সম্রাট ভরতের সময়কাল থেকে... তখন ভরত নামে একজন সম্রাট ছিলেন। তাই সম্রাট ভারতের নামানুসারে এই গ্রহের নাম হয় ভারতবর্ষ। তাই পাঁচ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত...কেন পাঁচ হাজার বছর পূর্বে? বলো, চার হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত, যদিও আধুনিক ইতিহাস ২৫০০ বছরের বেশি সময়ানুক্রমিক হিসাব দিতে পারে না, কিন্তু আমরা চার হাজার বছর পূর্বের কথা বলছি, এই গ্রহের ছিল নাম ভারতবর্ষ। এখন অর্জুন বলছেন যে, "আমরা এই ভারতবর্ষ গ্রহটির জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। এটি মহাবিশ্বের অন্যতম একটি গ্রহ। কিন্তু আমি যদি এই সব গ্রহ বা মহাবিশ্বের সকল গ্রহসমূহ অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে প্রাপ্ত হই, তথাপি, আমার মনের মধ্যে উদিত এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার নির্বাপন হতে পারে না"। তাই, এখন দেখ, শ্রীকৃষ্ণের ওপর কিরকম দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। *সঞ্জয় উবাচ* / এখন, সঞ্জয় বললেন,

> এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
> ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ (ভগবদগীতা, ২.৯)

"শুধু এই বলে অর্জুন মৌন হলেন: 'আহ্, আমি যুদ্ধ করব না' "।

> তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
> সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ (ভগবতগীতা, ২.১০)

এখন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে হৃষীকেশ হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছে। হৃষীকেশ...আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি অবতার হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখন, ভগবান সর্ব শক্তিমান। ভগবান সর্ব শক্তিমান। যদি তিনি তোমার সম্মুখে আসেন, তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে, "এটা কিভাবে সম্ভব, ভগবান কি সত্যিই এসেছেন?" তুমি তা বলতে পারবে না। যদি ভগবান সর্ব শক্তিমান হন, তাহলে এটি তাঁর ইচ্ছা। এটি তাঁর মুক্ত ইচ্ছা। তিনি তোমার সম্মুখে আসতে পারেন, তোমার সম্মুখে আসতে পারেন, যদি তুমি সেরকম যোগ্যতাসম্পন্ন ভক্ত হও। তাই এবিষয়ে কোন দৃঢ় যুক্তি থাকতে পারে না যে "ভগবান আসতে পারেন না" বা "ভগবান..." অবশ্যই, বৈদিক সাহিত্যের কথা বিচার করলে, তাদের সকলের দ্বারাই ভগবানের অবতার স্বীকৃত হয়েছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই তাঁকে হৃষীকেশ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। হৃষীক... হৃষীকেশ, এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ রয়েছে। হৃষীক। হৃষীক অর্থ ইন্দ্রিয়, হৃষীক। এবং ঈশ অর্থ ভগবান। তাই তিনি হচ্ছেন ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। অনুরূপভাবে, গোবিন্দ, গোবিন্দ..., এছাড়া, গোবিন্দ নামটিও সেখানে রয়েছে। হ্যাঁ। ন যোৎস্য... ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ (ভগবতগীতা, ২.৯)। গোবিন্দম্... গোবিন্দ। গো মানেও ইন্দ্রিয়। গো অর্থ গাভী, গো অর্থ ভূমি, এবং গো অর্থ ইন্দ্রিয়। এবং ইন্দ। ইন্দ (?) অর্থ আনন্দ। যিনি গাভীদের আনন্দ প্রদান করেন, যিনি ভূমিকে আনন্দ প্রদান করেন, যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ প্রদান করেন - তাই তাঁর নাম হচ্ছে গোবিন্দ। এখানে, দুটি বিষয়, দুটি নাম উল্লেখিত হয়েছে। তাই আমাদের হৃষীকেশ শব্দটির অর্থ বোঝার চেষ্টা করা উচিত। হৃষীক্ অর্থ ইন্দ্রিয়, এবং ঈশ অর্থ ভগবান। তাই যে ধরনের ইন্দ্রিয়গুলি আমরা পেয়েছি, প্রকৃতপক্ষে এই ইন্দ্রিয়গুলির অধিপতি – আমি নিজে নই। এই ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হচ্ছেন ভগবান। ঠিক যেমন আমরা এই ঘরের মধ্যে বসে আছি। কিছু ভাড়ার সুবাদে এই ঘর আমাদের বসার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, অথবা যাই হোক না কেন, কিন্তু এই ঘর আমাদের নয়। এটাই সত্যি। আমাদের বিবেচনা করা অনুচিত যে "এই... আমি এই ঘরের মালিক।" যদিও আমি এটি আমার মনোবাসনা অনুযায়ী ব্যবহার করছি, যেমনটি আমি চাই, এটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যখনই সেখানে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয় বা বাড়ীওয়ালা বলেন, "তুমি আর এখানে থাকতে পারবে না। খালি করো।" আমাকে খালি করতে হবে। দেখলে? অনুরূপভাবে, এটাও ঠিক ঘরের মতো, এটা, আমাদের শরীর। ভগবান প্রদত্ত নির্দিষ্ট কিছু শর্তের অধীনে আমাদেরকে এই শরীর প্রদান করা হয়েছে এবং যখনই ভগবান এরকমভাবে বলবেন - "তোমার এই দেহ পরিত্যাগ করা উচিত", আমাকে পরিত্যাগ করতে হবে। কেউ আমাদের এখানে থাকার অনুমতি দিতে পারেন না। এবং এর পাশাপাশি... ঠিক আমার হাতের মতো, আমার হাত, এই হাত...এখন, মনে কর যদি এই হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়...এই হাতের এত বেশি ক্ষমতা, যা ভগবানের অসীম ক্ষমতা হতে প্রাপ্ত। অন্যদিকে, যদি আমার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, সেখানে কোনো প্রতিকার নেই। সেখানে প্রতিকার নেই। তুমি দেখেছো? সুতরাং আমরা এই দেহের মালিক নই, ইন্দ্রিয়ের মালিকও নই। ইন্দ্রিয় ঠিক ভাড়া করার মতো, পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভাড়া কৃত। এটা খুব সূক্ষ্ম বোঝাপড়া। প্রত্যেকের তা জানা উচিত। তাই প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্রিয়ের মালিক হচ্ছেন ভগবান। এখন, যদি আমি এই টেপ রেকর্ডারের মালিক হই, এটি আমার নিজ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত। যা কিছুর মালিক আমি, তা আমার নিজকার্যের জন্যই ব্যবহার করা উচিত। তোমার জিনিস তোমার কাজেই ব্যবহার করা উচিত। তাই যদি ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়ের মালিক হন, তাহলে এই ইন্দ্রিয়গুলি অবশ্যই ভগবৎ-কার্যের জন্য ব্যবহার করতে হবে। সেটিই হচ্ছে নিত্য স্বরূপ। এখন, যখন এই ইন্দ্রিয় ভগবান ব্যতিরেকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তা হচ্ছে বন্ধন, বদ্ধ-জীবন। ইন্দ্রিয়গুলি যখন শুদ্ধ থাকে এবং তা ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়, সেটিই স্বাভাবিক জীবন। সেটিই স্বাভাবিক জীবন। তাই সামগ্রিক ক্লেশ এই যে, যদিও আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ এবং সমস্ত কিছু, যা কিছু আমরা পেয়েছি ... বেদের একটি অংশ ঈশোপনিষদ, সেখানে বলা হয়েছে যে, ঈশাবাস্যম ইদম সর্বমঃ (ঈশোপনিষদ ১) "যা কিছু তুমি দেখছ, সে সবকিছুই ভগবানের।" এখন, এটা আমাদের ভ্রান্ত ধারণা যে, আমরা দাবি করছি... বিশ্বের সকল মানুষ নিজেদের মালিক হিসাবে দাবি করছেন। এখন, ঠিক এই আমেরিকার ভূমিটির মতো। আমেরিকার ভূমি, আর এখন তোমরা নিজেদেরকে মালিক হিসাবে দাবি করছ। কিন্তু এটি কি ঠিক? তুমি কি প্রকৃত মালিক? অ্যাঁ? এখন, বল, কয়েক'শ বছর পূর্বে যখন কলম্বাস এসেছিলেন, তখন সেখানে কোন আমেরিকানরা ছিল না, এবং তাই তোমরা মালিক ছিলে না। ভূমিটি সেখানে ছিল। এখন, তোমরা চলে গেলেও, ভূমিটি সেখানেই থাকবে। সুতরাং ভূমিটি ভগবানের, এবং সমস্ত কিছুই...

(...পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)